

৪৮৩৬১৬২৪৮

১৬

গত ১-১০-৮১ তারিখের সরকারী নির্দেশ মোতাবেক ২১-১২-৮০ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়কাল উত্তীর্ণ সকলকে এবং ৩০-৬-৮৫ পর্যন্ত শতকরা হারে টাইম স্কেল দেয়া হয়েছে। এ সময়কালের মধ্যে যদি পদোন্নতি দেয়া হত তাহলে আত্মীকৃত কলেজের একজন শিক্ষক, যার ৮ বছর বা ১২ বছর সরকারী চাকরিকাল পূর্ণ হয়নি, কিন্তু আত্মীকরণ বিধিমালা মোতাবেক বেসরকারী চাকরিকালের ৫০% (বাকী ৫০% মুছে ফেলে দিয়ে) একেফটিভ সার্ভিস যোগ করে ৮ বা ১২ বছরের অনেক উপরে চলে গেছেন তাঁর সহকারী বা সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি হতো। আর এসময়ে পি,এস,সি'র মাধ্যমে সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক যার চাকরিকাল সর্বমাত্র ৮ বা ১২ বছর পূর্ণ হয়েছে তাঁর পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিল ন্যূনতম। এ সময়সীমার মধ্যে পদোন্নতির বিকল্প হিসেবে টাইমস্কেল চালু করা হলো। কিন্তু এক দুর্ভেদ্য কারণে একেফটিভ সার্ভিস ধরা হলোনা। শুধুমাত্র সরকারী চাকরিকাল বিবেচনা করার বীর পদোন্নতি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তাঁর বেতন, যার পদোন্নতিই নিশ্চিত ছিল তাঁর চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। একজন আত্মীকৃত শিক্ষক আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তাঁর স্বেচ্ছতা (পদোন্নতির ক্ষেত্রে যা বিবেচিত হতো) দারুণভাবে হাস্যকর হয়ে পড়লো। অবমাননার একাধিক শের নয়, তাঁদের থেকে অনেক কনিষ্ঠ বেসরকারী কলেজের একজন শিক্ষকও ৮ বছর চাকরিকাল পূর্ণিতে টাইম স্কেল পেয়েছেন। আত্মীকৃত একজন শিক্ষক যদি পূর্ব অবস্থাতেও থাকতেন এই সম্মান ও আর্থিক সুবিধা থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন না। এ অনতিশ্রেষ্ঠ অবস্থা পরীক্ষণে শিক্ষক সংগঠনগুলো বার বার আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা অন্যান্য দাবীর সাথে এটিকে জড়িয়ে দেয়ার এটি গুরুত্ব পায়নি। নয়তো উত্তম কৃতপক্ষে নিকট বিধিমালা যথাযথভাবে উপস্থাপন করে আত্মীকৃত শিক্ষকবৃন্দকে অদ্যাবধি টাইম স্কেলের আওতাভুক্ত করতে লজ্জাজনকভাবে বাধ্য হয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি দাবী নয়। এটি পাওনা আর তা কার্যকরী হলে কোনও পক্ষেই স্বার্থহানি ঘটবে না। উক্ত নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে একেফটিভ সার্ভিস সহ টাইমস্কেলের আওতাভুক্ত করে এই বঙ্গনা, হতাশ। আর অবমাননার হাত থেকে আত্মীকৃত শিক্ষকবৃন্দকে আন্তর্জাতিক মজ্জার জন্য শিক্ষক সমাজের মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহানারী রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় এবং সহায় শিক্ষা সচিব সমীপে জোর আবেদন করছি।

ন্যায্যপ্রাপ্য বঞ্চিত একজন আত্মীকৃত কলেজ শিক্ষক।